১. 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' কার রচনা?
ক) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ) মুহম্মদ আবদুল হাই
গ) মুনীর চৌধুরী
ঘ) মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

ব্যাখ্যা: 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি রচনা করেছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। মুহম্মদ আবদুল হাই (সৈয়দ আলী আহসানের সাথে যৌথভাবে) রচনা করেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'। শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার মুনীর চৌধুরী (১৯২৫–১৯৭১ খ্রি.) 'বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত গ্রন্থ 'সাহিত্যের নবরূপায়ণ', 'বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার'।

২. 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' কার রচনা?
ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ) রামমোহন রায়
ঘ) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা: 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত মৌলিক গ্রন্থ। এটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম শোক-গাঁথা। রামমোহন রায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্ত সার', 'প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা' 'ব্রাহ্মধর্ম'।

৩. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কার রচনা?
ক) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
খ) নবীনচন্দ্র সেন
গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ঘ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা: বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর রচিত সনেট গ্রন্থ হল 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে ১০২টি সনেট রয়েছে। গ্রন্থের প্রথম সনেট 'উপক্রম' আর শেষ সনেটটির নাম 'সমাপ্তে'। যার ফলে সহজে বোঝা যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত সচেতনভাবেই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭–১৮৮৬), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৯০৩) এবং নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭–১৯০৯) মধুসূদনের পর মহাকাব্য রচনার প্রচেষ্টা করে খ্যাতি লাভ করেন।

৪. কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ?
ক) বিষের বাঁশী
খ) বন্দীর বন্দনা
গ) সন্দ্বীপের চর
ঘ) রূপসী বাংলা

ব্যাখ্যা: 'বিষের বাঁশী' কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্যগ্রন্থ; নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধ গ্রন্থ 'বিষের বাঁশী (১৯২৪)। গ্রন্থের কবিতাগুলো বিদ্রোহাত্মক ও জাতি জাগরণমূলক। উল্লেখযোগ্য কবিতা-বন্দী-বন্দনা, শিকল পরা গান, চরকার গান, জাতের নামে বজ্জাতি ইত্যাদি। 'বন্দীর বন্দনা' বুদ্ধদেব বসু রচিত কাব্যগ্রন্থ; 'সন্দ্বীপের চর' বিষ্ণু দে রচিত কাব্যগ্রন্থ; 'রূপসী বাংলা' জীবনানন্দ দাশ রচিত কাব্যগ্রন্থ।

৫. 'কবর' নাটক কার রচনা?
ক) শহীদুল্লাহ কায়সার
খ) জহির রায়হান
গ) মুনীর চৌধুরী
ঘ) সত্যেন সেন

ব্যাখ্যা: 'কবর' নাটকের রচয়িতা মুনীর চৌধুরী। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'চিঠি', 'দণ্ডকারণ্য', 'পলাশী ব্যারাক' প্রভৃতি। শহীদুল্লাহ কায়সার নাটক রচনা করেননি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সংশপ্তক' ও 'সারেং বউ'। জহির রায়হানের বিখ্যাত উপন্যাস 'হাজার বছরে ধরে', 'বরফ গলা নদী', 'আরেক ফাল্গুন'। মার্কসবাদে বিশ্বাসী সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ সত্যেন সেন (১৯০৭–১৯৮১) এর সাহিত্য কর্ম ভোরের বিহঙ্গী (১৩৬৬), বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম (১৯৭৬, আলবেরুনী (১৩৭৬) ইত্যাদি।

৬. 'চাঁদের হাট' অর্থ কি?
ক) বন্ধুদের সমাগম
খ) আত্মীয় সমাগম
গ) প্রিয়জন সমাগম
ঘ) গণ্যমান্যদের সমাগম

৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) সূচিস্মিতা
খ) সূচিষ্মিতা
গ) সূচীস্মিতা
ঘ) সুচিস্মিতা

ব্যাখ্যা : 'যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত' এর এক কথায় প্রকাশ সুচিস্মিতা।

৮. 'কর্মে যাহার ক্লান্তি নাই' এই বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কি?
ক) ক্লান্তিহীন
খ) অক্লান্ত
গ) অক্লান্ত কর্মী
ঘ) অবিশ্রাম

৯. কোনটি অনুজ্ঞা?
ক) তুমি গিয়েছিলে
খ) তুমি যাও
গ) তুমি যাচ্ছিলে
ঘ) তুমি যাচ্ছ

ব্যাখ্যা: বর্তমানকালের কোন বাক্যে যদি আবেদন, অনুমতি, আদেশ, অনুরোধ, আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, প্রার্থনা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে বর্তমান অনুজ্ঞা বলে। যেমন - তুমি যাও। 'তুমি গিয়েছিলে' এটি পুরাঘটিত অতীত; 'তুমি যাচ্ছিলে' এটি ঘটমান অতীত; 'তুমি যাচ্ছ' এটি ঘটমান বর্তমান।

১০. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) মুমূর্ষ
খ) মুমূর্ষু
গ) মূমুর্ষু
ঘ) মুমুর্ষু

ব্যাখ্যা: 'মুমূর্ষু' শব্দের অর্থ হলো মরণাপন্ন বা মরণোন্মুখ।

১১. 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা'– এখানে 'মুখ' বলতে কি বুঝাচ্ছে?
ক) অনুভূতি
খ) গালি
গ) প্রত্যঙ্গ
ঘ) শক্তি

ব্যাখ্যা : একই শব্দ দ্বারা একের অধিক অর্থ প্রকাশ করলে তাকে যমক অলংকার বলে। তবে এখানে 'মুখ' বলতে রূপক অর্থে শক্তি বুঝানো হয়েছে।

১২. ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য?
ক) দেশি
খ) বিদেশি
গ) তৎসম
ঘ) তদ্ভব

ব্যাখ্যা: কেবল তৎসম শব্দে ণ-ত্ব বিধি ব্যবহৃত হয়। দেশি-বিদেশি ও তদ্ভবের কোন শব্দে মূর্ধন্য 'ণ' বসে না এবং ণ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য নয়। বাংলায় ণ-এর উচ্চারণ দন্ত্য-ন এর সাথে অভিন্ন। বাংলা ভাষায় তৎসম (সংস্কৃত) শব্দ রয়েছে। ফলে সেই শব্দগুলো লিখতে ণ-ত্ব বিধান মানতে হয়।

১৩. ক্রিয়াপদ–
ক) সবসময়ে বাক্যে থাকবে
খ) কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে
গ) শুধু অতীতকাল বুঝাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয়
ঘ) আসলে বিশেষণ থেকে অভিন্ন

ব্যাখ্যা: যে পদ দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন বুঝায় তাই ক্রিয়াপদ। সাধারণত বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকে। তবে কোন কোন সময় বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে। যেমন - ফুলটি সুন্দর। এ বাক্যে 'হয়' ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে।

১৪. 'বিরাগী' শব্দের অর্থ কি?
ক) উদাসীন
খ) প্রতিকূল
গ) রাগহীন
ঘ) বিশেষভাবে রুষ্ট

ব্যাখ্যা: পুরুষবাচক শব্দ 'বিরাগী'এর স্ত্রীবাচক শব্দ 'বিরাগিনী'।

১৫. 'ব্রজবুলি' বলতে কি বুঝায়?
ক) ব্রজধামে কথিত ভাষা
খ) এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা
গ) বাংলা ও হিন্দির যোগফল
ঘ) মৈথিলী ভাষার একটি উপভাষা

উত্তরপত্র

১ ক ২ খ ৩ গ ৪ ক ৫ গ ৬ গ ৭ ঘ ৮ গ ৯ খ ১০ খ ১১ ঘ ১২ গ
১৩ খ ১৪ ক ১৫ খ